78

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 09 OCT 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৬ .....

ছাত্রদল-শিবির বন্দুকযুদ্ধ, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া; সিলেটে উত্তেজনা চরমে

সিলেট থেকে সংবাদদাতা : সিলেট এম সি কলেজে বুধবার ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের জের ধরে ঐদিন গভীররাতে সরকারি ডিগ্রি কলেজ হোস্টেলে দুই পক্ষের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ ও হোস্টেলের দরজা-জানালা ভাঙচুর করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার দিকে সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এ সময়ে কলেজের দরজা-জানালা ভেঙে ক্ষতিসাধন করা হয়।

গতকাল দিনভর ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির স্ব স্ব অবস্থানে প্রতিবাদ সমাবেশে সংঘর্ষের জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করেছে। সন্ধ্যার আগে ছাত্রদল শহরের পুরান লেন থেকে একটি মিছিল বের করে। এর প্রায় আধঘন্টা পর ছাত্রশিবির আলিয়া মাদ্রাসা এলাকা থেকে মিছিল বের করে। মিছিলটি জিন্দাবাজার এলাকায় পৌঁছলে কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। ছাত্রশিবিরের সশস্ত্র মিছিলটি কোর্ট এলাকা দিয়ে মির্জা জাঙ্গালের দিকে যাওয়ার সময় পুলিশ সুরমা মার্কেট ও তালতলা সুফিয়া ম্যানসন এলাকায় দুদফা ধাওয়া ও কয়েক রাউন্ড কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। শহরে টান টান উত্তেজনায় ভীত-সন্ত্রস্ত লোকজন এ সময় তাদের দোকানপাট বন্ধ করে দেয় এবং পথচারীরা ছোটাছুটি করতে থাকে।

টিলাগড় এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, বুধবার মধ্যরাত সাড়ে ১২টার দিকে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হলে গোলাগুলি ও ককটেল বিস্ফোরণের শব্দে এলাকা প্রকম্পিত হয়। সমগ্র টিলাগড় এলাকায় এ সময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ২০-২৫ রাউন্ড গুলিবর্ষণ ও বিপুলসংখ্যক ককটেল বিস্ফোরণ হয়। উভয় পক্ষের বন্দুকযুদ্ধ ও সশস্ত্র মিছিলে চরম উত্তেজনা পরিস্থিতিতে শহরে স্থানে স্থানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সারা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। উভয় পক্ষ হতে থানায় তিনটি করে মোট ছয়টি মামলা হয়েছে। টান টান উত্তেজনায় শহরে পুলিশ টহল জোরদার করা হলে চোরাগুপ্তা হামলা বা যে কোনো সময় বড়ো ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত গতকাল কোনো পক্ষেরই হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তারও করেনি।